বিএনপি নেতা অ্যাড. আব্দুস সালামের মৃত্যুতে জেলা বিএনপির শোক

মুক্তিযোদ্ধা দলের সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুস সালামের মৃত্যুতে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে এক শোকবার্তায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর নীতি ও আদর্শ এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী দর্শণে গভীরভাবে আস্থাশীল মরহুম আব্দুস সালাম মেহেরপুর জেলা বিএনপি-কে শক্তিশালী, গতিশীল ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করেছেন।

এছাড়া বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীদের নিকট অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। আমরা তার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত ও ব্যথিত হয়েছি।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবর্গ, আত্মীয়স্বজন, গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ঝিনাইদহে বিএনপি নেত্রীর

করোনা কালে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

ঝিনাইদহ জেলা জিয়া পরিষদের জ্যেষ্ঠ সহ সভাপতি সাহিদা ইসলাম শিরিনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২১৬জন দরিদ্রের মাঝে মহামারি করোনার সময় এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

মঙ্গলবার সকাল থেকে শহরের হামদহ খন্দকার পাড়ার নিজ বাসায় এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

এসময় সাহিদা ইসলাম শিরিন বলেন, আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ মহামারি করোনার সময় দরিদ্র মানুষের পাশে দাড়াতে পেরে অনেক ভালো লাগছে। দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে সমাজের বিত্তশালীদের আহবান জানান তিনি।

বিতরণকৃত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ১০কেজি চাল, ১কেজি মসুর ডাল, ১কেজি তেল।

করোনাভাইরাস পরীক্ষায় ফি আরোপ করা গণবিরোধী সিদ্ধান্ত : রিজভী

অবিলম্বে করোনাভাইরাস টেস্টের ফি বাতিল করে বিনামূল্যে নাগরিকদের টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, করোনাভাইরাস পরীক্ষায় কি নির্ধারণ গণবিরোধী সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে সারাদেশে বিনামূল্যে করোনাভাইরাস টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাই।

আজ শনিবার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, বর্তমান

সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং তার দলের নেতা মন্ত্রীরা প্রায়শঃই দাবি করে বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশ নাকি রোল মডেল। কীসের জন্য বাংলাদেশ মডেল? স্বীকার করতেই হবে বাংলাদেশ এখন দুর্নীতির জন্য সারা বিশ্বের কাছে মডেল। কারণ এরা যেমন ‘স্বর্ণের মেডেল’ থেকে স্বর্ণ চুরি করে আবার করোনায় বিপর্যস্ত মানুষের জন্য বরাদ্দ করা ত্রাণের চাল চুরি ও নকল মাস্কের ব্যবসা করতেও রোল ‘মডেল’ হয়েছে। এখন মরণঘাতী করোনা মহামারীর ভাইরাস পরীক্ষার ওপর ২০০ টাকা ফি আরোপ করার সিদ্ধান্ত বিস্ময়কর। এমনিতেই অর্থনৈতিক সংকট চরমে। মানুষের ঘরে খাবার নেই। হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরে অসহায়ভাবে পথে-ঘাটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। প্রয়োজনের তুলনায় পরীক্ষাও হচ্ছে নামমাত্র। এরমধ্যে এই গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

তিনি আরও বলেন, মহামারির চিকিৎসা কখনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে হয় না। করোনা মহামারীর চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বিশ্বের কোথাও সরকারিভাবে কোভিড টেস্টে অর্থ নেয়া হয় না। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কোভিড টেস্টের রেকর্ড দক্ষিণ কোরিয়ার। তারা দিনে ১ লাখের উপর মানুষের কোভিড টেস্টও করেছে। এমনকি এন্টিবডি টেস্টও করেছে। তাদের সমস্ত টেস্টই বিনা মূল্যে করা হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে গরীব দেশ আফগানিস্থানে কোভিড টেস্ট বিনামূল্যে করা হচ্ছে। এমনকি বিশ্বের সবচয়ে গরীব দেশ পশ্চিম আফ্রিকার বুরকিনা ফাসো কোভিড টেস্ট বিনামূল্যে করা হয়। আমাদের প্রতিবেশী কোন দেশেই টেস্ট করাতে ফি নেয় না। উপরন্তু প্রায় প্রতিটা দেশের সরকার স্বেচ্ছাসেবীদের ঘরে ঘরে পাঠাচ্ছে নমুনা সংগ্রহে। টেস্ট করাতে জনগণকে উৎসাহিত করতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠী এই মহামারিকেও বানিয়েছে মুনাফা অর্জনের উপলক্ষ। এরা কতটা অমানবিক তার নিকৃষ্টতম প্রমাণ এই ফি ধার্য।

রিজভী বলেন, যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সব বিশেষজ্ঞ করোনা সংক্রমণ রোধে টেস্ট বৃদ্ধি করাকেই প্রধান অবলম্বন বলছেন, সেখানে টেস্ট করাতে ফি ধার্যের সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এতে নিম্ন আয়ের মানুষেরা উপসর্গ থাকার পরও করোনা পরীক্ষা করাতে পারবেন না। তাদের চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টাইন বা আইসোলেশন করা যাবে না। এতে সংক্রমণ দ্রুত বাড়তে থাকবে। লাশের মিছিল কেবল দীর্ঘতর হবে। দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ, মানুষের আয়ের উৎস থেমে গেছে। এমনিতে বেসরকারি হাসপাতালগুলো সরকার নির্ধারিত সাড়ে ৩ হাজার টাকায় কোভিড টেস্ট করছে না। যে যার মতো ৫-৬ হাজার টাকা পর্যন্ত জনগণের পকেট কেটে

নিচ্ছে। সরকার তা নিয়ন্ত্রণের কোনো চেষ্টাই করছে না, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সমস্ত মনোযোগ দুর্নীতি আর লুটপাটে।

রিজভী বলেন, একটি হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সদের খাবার-দাবারের বিল ২০ কোটি টাকা দেখালেও অভিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, কোন দুর্নীতি হয়নি। অথচ প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে এই ২০ কোটি টাকার দুর্নীতি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেও কোন ব্যবস্থা নেয়ার কথা এখনও শোনা যায়নি। সরকার চারিদিক থেকেই শুধু স্বল্প আয়ের মানুষেরই পকেটে হাত দিচ্ছে। এমনিতেই করোনার অভিঘাতে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ, এর ওপর বিদ্যুৎ, জ্বালানী, গ্যাস ও পানির মূল্য বৃদ্ধিতে তারা দিশেহারা, এর সাথে করোনা টেষ্টের ফি ২০০ টাকা ধার্য করে সরকার এখন ভ্যাম্পায়ারের ন্যায় রক্তচোষার ভূমিকায়।

তিনি বলেন, কোনো নাগরিক যদি টাকার অভাবে করোনাভাইরাস টেস্ট করতে না পেরে নিজ দেহে করোনা ভাইরাস বহন করে বেড়ায় তাহলে একজন নাগরিক শুধু নিজেরই ক্ষতি করছেন না তিনি অন্যের জন্যও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবেন। এ কারণেই বিষয়টি নাগরিকদের দায়-দায়িত্বের উপর ছেড়ে না দিয়ে বরং এটি রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব, জনস্বার্থে রাষ্ট্র নিজ উদ্যোগে নাগরিকদের বিনামূল্যে করোনা ভাইরাস টেস্ট করানোর সুযোগ সহজ করবে।

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, এই সরকার নিজেরাও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছে না। বিরোধী দল কিংবা বিশেষজ্ঞদের মতামতকেও তোয়াক্কা করছে না। জনগণের দল বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা করোনা পেন্ডামিক ইস্যুতে সরকারকে বরাবরই সহযোগিতা করতে চেয়েছি। সঠিক পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সরকার সেগুলো কানে নেয়নি।

সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, যে কোনো উপায়ে টাকা আয় করে দলীয় নেতাকর্মীদের লুটপাটের সুযোগ এবং বিদেশে পাচার করে দেয়াই যেন এই সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষকে গুম-খুন-হত্যা করে, মানুষকে ভয় দেখিয়ে এই সরকার নিজেরাই নিজেদের মেয়াদ বাড়িয়ে সময় পার করছে বটে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই সরকারের অদক্ষতা, অজ্ঞতা, অব্যবস্থাপনার খেসারত নাগরিকদের হয়তো জীবনের বিনিময়ে দিতে হবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

খালেদা জিয়ার সময় কাটছে যেভাবে

দুই বছরের বেশি সময় ধরে কারাবন্দি থাকার পর মানবিক কারণে দণ্ড স্থগিত করে শর্ত সাপেক্ষে ৬ মাসের জন্য মুক্তির তিন মাস পেরিয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার। গত ২৫ মার্চ থেকে গুলশানের বাসা ফিরোজায় আছেন তিনি।

বিএনপি চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক টিমের অন্যতম প্রফেসর ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘ওনার স্বাস্থ্যের অবস্থা স্থিতিশীল। উন্নতি হয়নি আবার অবনতিও হয়নি। পূর্ণ সুস্থতার জন্য দীর্ঘ সময় লাগবে। আধুনিক চিকিৎসারও প্রয়োজন হবে। বাসায় থেকে সেটি সম্ভব হচ্ছে না।’ ৭৫ বছর বয়সি খালেদা জিয়া রিউম্যাটয়েড আথ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, চোখ ও দাঁতের সমস্যায় ভুগছেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, করোনা পরিস্থিতির কারণে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে পারছেন না তিনি। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সরকারের কাছে অনুমতি চাইবেন চিকিত্সা নিতে বিদেশে যাওয়ার জন্য। লন্ডনে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এদিকে করোনার মধ্যে আত্মীয়দের সান্নিধ্যে সময় কাটছে খালেদা জিয়ার। প্রায় প্রতিদিনই বিকেল বা সন্ধ্যায় ফিরোজায় যান বোন সেলিমা ইসলাম, ভাই শামীম এস্কান্দার ও তার স্ত্রী কানিজ ফাতেমা। মাঝেমধ্যে যান ভাতিজা শাফিন এস্কান্দার ও তার স্ত্রী অরনী এস্কান্দার, ভাতিজা অভিক এস্কান্দার ও ভাগ্নে শাহরিয়া হক। এ ছাড়া তার সময় কাটে নামাজ-এবাদত, পত্র-পত্রিকা পড়ে ও টিভি দেখে। খালেদা জিয়া নিয়মিত ফোনে লন্ডনে তার বড় ছেলে তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলেন। কুশল বিনিময় করেন পুত্রবধূ ডা. জোবাইদা রহমান ও নাতনি জাইমা রহমানের সঙ্গে। ছোট ছেলে মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গেও প্রতিদিন কথা বলেন বেগম জিয়া। প্রয়োজন মতো দলের নেতাদের সঙ্গেও কথা বলছেন।

জানা গেছে, ২৫ সেপ্টেম্বর তার মুক্তির সময়সীমা ৬ মাস শেষ হওয়ার আগেই মেয়াদ বৃদ্ধি এবং দণ্ডাদেশ বাতিলের আবেদন করা হতে পারে।

সূত্র- ইত্তেফাক

করোনাভাইরাসের মতো সরকার জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে: রিজভী

করোনাভাইরাস যেমন মানুষের নি:শ্বাস বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে সরকারও জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

সোমবার নয়াপল্টনে বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, সরকার চলছে হুকুমবাদের মনোভাব ও বাধ্যকরণের নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে। তাদের আর একটি প্রধান নীতি হচ্ছে জনগণকে বশ মানাতে বলপ্রয়োগ করা। সরকারের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে গ্রামে গ্রামে নীরবে ছড়াচ্ছে করোনাভাইরাস। ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশই এখন কোভিড-১৯ ভাইরাসের দখলে। ঢাকার পরিস্থিতি ভয়াবহ ও বিপজ্জনক।

করোনার অভিঘাতে দেশব্যাপী প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। অর্থনীতির চাকা স্তিমিত, আমদানীর পাশাপাশি রফতানী আরও আশঙ্কাজনক হারে কমছে, ধসে গেছে রেমিটেন্স। করোনার কারণে চাহিদা ও ভোগ হ্রাস পাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন আয়ের মানুষদের চোখে সর্ষে ফুল দেখার দশা। এর ওপর ফ্যাসিবাদের অবয়ব চূড়ান্ত রুপ ধারণ করেছে।

তিনি বলেন, সরকার তাদের সৃষ্ট শূন্যভান্ডার পূরণ করতে মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্ন আয়ের মানুষের গলায় ছুরি বসিয়ে টাকা আদায় করছে। করোনা মহামারীর এই প্রলয়ংকারী দুর্যোগের সময় সুষ্ঠু ভোটে নির্বাচিত দায়িত্বশীল সরকার থাকলে বিদ্যুৎ বিল মওকুফ, বাড়ি ভাড়ার বিষয়ে সহায়তা করা, বিনামূল্যে করোনা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সহায়তা করতো।

বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, করোনা ভাইরাস যেমন মানুষের নি:শ্বাস বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে সরকারও জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে। সরকার এতোটাই নির্বিবেক ও বেপরোয়া যে, হরিলুট হওয়া সরকারী অর্থের ঘাটতি পূরণে গরীব মানুষের শরীর থেকে রক্ত টেনে নিচ্ছে।

এই করোনাকালে আমরা বেশ কয়েকজন মানবিক বাড়ীওয়ালা দেখেছি যারা ভাড়াটিয়াদের বাড়ীভাড়া মওকুফ করে দিয়েছেন। আবার অনেক বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াদের সাথে করছে নির্দয় আচরণ। ভাড়াটিয়ারা খুবই আতঙ্কের মধ্যে আছে, কখন তাদেরকে বাসা থেকে বের করে দেয়। সরকার বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে বাড়ীওয়ালারাও ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে নানাভাবে মাশুল আদায় করছে অন্যায়ভাবে। যারা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহিতা তাদের সুদ মওকুফের ঘোষণা দেয়া হলেও নির্দয়ভাবে সুদ আদায় করা হচ্ছে।

এই সরকার দেউলিয়া হওয়া অর্থনীতি সচল রাখার জন্য স্বল্প আয়ের মানুষদের মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। বর্তমান দুর্নীতি-বান্ধব সরকার দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি, করোনার আঘাতে দেশের বেহাল দশা ও প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা ঠেকাতে ‘কোড অব সাইলেন্স’ প্রয়োগ করছে। অসহায় মানুষকে নীরবে সইতে হচ্ছে ক্ষুধা ও জুলুমের যন্ত্রণা। অসম্ভব হয়ে পড়েছে মানুষের জীবন-যাপন। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের বরাবর বিএনপি’র স্মারকলিপি প্রদান

মেহেরপুরে কৃষকদের সাথে ধান ক্রয় ও ন্যায্যমূল্য প্রদান নিশ্চিত করতে জেলা বিএনপি স্মারকলিপি প্রদান করেছে। বুধবার জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বরাবর এই স্মারকলিপি প্রাদন করেন জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। জেলা প্রশাসনের মিডিয়া সেল জেলা প্রশাসকের পক্ষে স্মরকলিপি গ্রহন করে।

পরে সাংবাদিকদের সাথে মাসুদ অরুন ব্রিফিং করেন, এসময় তিনি বলেন, করোনা সংকট জনিতকারণে বাংলাদেশের কৃষক এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন যাপন করছে। কৃষক নিদারুন কষ্টের মধ্যে কোন মতে ধান কাটা সম্পন্ন করেছে। উৎপাদন খরচের মধ্যে ধানের ন্যায্য ব্যবধান প্রতি মৌসুমেই কৃষকের জন্য এক নতুন সংকট তৈরি করে। ধানের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় কৃষক ঋণে জর্জরিত হয়।

প্রতিবাদ করেও কোনরুপ প্রতিকার পায় না। গত বছর ধান ক্ষেতে আগুন জ্বালিয়ে মনের ক্ষোভ প্রশমন করেছিল কৃষক। করোনা পরিস্থিতিতে দেশের খাদ্য সংকট তৈরি হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। ন্যায্যমূল্য নরা পেয়ে কৃষক উৎপাদনের আগ্রহ হারালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। যার কারণে মানুষ না খেয়ে মরবে।

আমরা জাতীয়বাদী কৃষক দল মেহেরপুর জেলা শাখা মধ্যস্বত্ব ও সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে ধান ক্রয় না করে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় করে মূল্য নিশ্চিত করার জন্য আপনার মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র খাদ্য বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে ৫শ’টি অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

জিয়াউর রহমান এর ৩৯ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ৫ শ অসহায় দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী তুলে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন।

শনিবার সকাল ৬ টার সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপি র অফিস চত্বরে এ খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়।

খাদ্য বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি

আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস,
জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা বিএনপির যুগ্ম-সম্পাদক আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু,
সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাবুদ্দিন মোল্লা, জেলা বিএনপির অন্যতম নেতা শাজাহান সাহান,জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা সেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি আজমল হোসেন মিন্টু,জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মুশারফ হোসেন তপু, যুগ্ম-সম্পাদক সাইদুর রহমান সুজন, যুগ্ম-সম্পাদক নওশেল আহমেদ রনি,
মুজিবনগর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক খোরশেদ আলম, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির,
সহ-সভাপতি তৌফিক এলাহী শাকিল, সাধারণ-সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক-সম্পাদক সাঈদ বিন রফিক সিজার, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক ফাহিম আহনাফ লিংকন প্রমুখ।

হাসপাতালে করোনা রোগীরা নূন্যতম চিকিৎসাও পাচ্ছেন না: রিজভী

হাসপাতালগুলোতে করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীরা নূন্যতম চিকিৎসাসেবাও পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

শুক্রবার সকালে এক অনুষ্ঠানে তিনি এই অভিযোগ করেন।

রিজভী বলেন, করোনায় আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে কোনো বেড পাচ্ছেন না। বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে চিকিৎসার জন্য মানুষ হাহাকার করছে। মানুষ করোনায় আক্রান্ত হলেও ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে না। যদি করোনা পজিটিভ হয় কোথায় চিকিৎসা নেবে তারা? হাসপাতালে বেড নাই, কোনো চিকিৎসা নাই-কিচ্ছু নাই। সরকার ফ্লাইওভার করেছে কিন্তু একটা হাসপাতালেও নির্মাণ করে নি। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় যে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম দরকার সেটা দেয় নি।

আমার কথা নয়, যারা এসব নিয়ে গবেষণা করছেন তাদের কথা। তাহলে সরকার কি করেছে? যুগান্তর

আলমডাঙ্গায় তারেক রহমানের উপহার পৌঁছে দিলেন বিএনপি নেতা শরীফ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যাতিত নেতা-কর্মী- সমর্থকসহ করোনাকালে ক্ষতিগ্রস্ত অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে দেশনায়ক তারেক রহমানের উপহার-সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন জেলা বিএনপির সদস্য ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল আটটায় চুয়াডাঙ্গা সদরের কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে বিএনপি নেতা শরীফুজ্জামান শরীফের সহযোগিতায় স্থানীয়দের মধ্যে এ উপহার প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি ও কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজু, ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি একরামুল হক, আব্দুল মজিদ, খাজা, আমির মেম্বার, বিল্লাল মেম্বার, মোশরফ, যুবদল নেতা মসিউর, ছাত্রনেতা মাহবুব প্রমুখ।

পরে আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির আয়োজনে উপজেলা যুবদলের প্রয়াত নেতা বল্টু, হারদী ইউনিয়ন বিএনপির নেতা মৃত সবুর ও কালিদাসপুর ইউনিয়ন বিএনপির নেতা মৃত শওকতে বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের পরিবারের খোঁজখবর নেওয়াসহ তাঁদের একটি করে সেলাই মেশিন ও খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক আহ্বায়ক আব্দুল জব্বার, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান আনিস, সাধারণ

সম্পাদক আজিজুর রহমান পিণ্টু, আইনাল হক, জিল্লুর রহমান ওল্টু, চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিমুল হাবিব সেলিম, চমক, গোলাম হোসেন, যুবদলের নেতা খাইরুল, রফিকুল, পৌর যুবদলের সদস্যসচিব কনক, সোহাগ, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান, আরিফ আহমেদ শিপলব, ছাত্রনেতা সুমন প্রমুখ।

মেহেরপুরের গাংনীতে জেলা ছাত্রদল ও বিএনপি’র উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনায় কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় পরিবারের মাঝে জেলা ছাত্রদল সাহারবাটি ইউনিয়ন ও উপজেলা বিএনপি কাথুলী ইউনিয়নে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সার্বিক সহযোগীতায় মঙ্গলবার সকাল ৬ টায় বাংলাদেশ জেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উদ্যোগে সাহারবাটি ইউনিয়নে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে লকডাউনে থাকা ২২০টি কর্মহীন ও অসহায় পরিবারকে এ সহায়তা প্রদান করা হয়।

পরে সকাল ৭ টার সময় কাথুলী ইউনিয়নের রামকৃষ্ণপুর ধলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা বিএনপি’র উদ্যোগে ২০০ পরিবারের মাঝে এ খাদ্য প্রদান করা হয়। উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ও তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান রেজাউল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন।

এছাড়াও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, যুবদল নেতা আক্তারুজ্জামান, জেলা বিএনপির সাহিত্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক প্রভাষক আক্তাজ্জামান, জেলা

যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী,

গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছা সেবক দলের সভাপতি শহিদুল ইসলাম, বিএনপি নেতা জাফর আকবর, হাসানুজ্জামান, সাহেব আলী সেন্টু, সাবেক ছাত্রদল নেতা আক্তারুজ্জামান লাভলু, কামরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা সাহিদুল ইসলাম, জামাল আহমেদ, সালাউদ্দীন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হোসেন, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, যুগ্ম আহবায়ক নাসিম খাদ্য বিতরণ কাজে উপস্থিত ছিলেন।